

নিউমার্কেট থানায় ছাত্রলীগের হামলা, ওসির গাড়ি ভাঙুর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় হামলা চালিয়ে ভাঙুর করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। থানার ভিতরে ও বাহিরে অস্ত্র পাচ পুলিশ সদস্যকে মারধর করেছে তারা। গতকাল ওরুবার দুপুরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। নীলাফতের একটি রেস্টুরেন্টে এক পুলিশ কর্তব্যতা ও ছাত্রলীগ কর্মীর কথা কাটাকাটি জের ধরে এ ঘটনার সূত্রপাত বলে জানিয়েছেন পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন নিউমার্কেট থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইফতেখার হানিফ, এএসআই সাইফুল্লাহ, থানার অপারেটর শামীম ও আনসার সদস্য সবুজ।

নিউমার্কেট থানা ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, দুপুর পৌনে তিনটার দিকে থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) সাইফুল্লাহ নীলাফতের একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় ঐ রেস্টুরেন্টে বসেই ছাত্রলীগের কর্মী নাজমুল, নিপাদ ও মুকিত খাচ্ছিলেন। তারা তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র। এক পর্যায়ে নাজমুল এএসআই সাইফুল্লাহর কাছে থাকা ওয়াললেট (সাইড) বন্ধ করতে বলেন। সাইফুল্লাহ 'ডিউটিতে আছি, বন্ধ করা যাবে না' বলে তাদেরকে জানান। এরপর তিন ছাত্রলীগ কর্মী দ্রুত খাবার শেষ করে হোটেল ভাগ করে নীলাফত মোড়ে অবস্থান নেন। কিছু সময় পর সাইফুল্লাহ ঐ পথ দিয়ে নিউমার্কেট থানার দিকে যেতে চাইলে

নাজমুল তার গতিরোধ করে এফ রহমান হলের দিকে টেনে নিয়ে আসেন।

ছাত্রলীগ কর্মীরা কলার ধরে হলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে চড় মারে বলে অভিযোগ করেছেন এএসআই সাইফুল্লাহ। বিষয়টি চোখে পড়লে ঐ স্থানে দায়িত্বরত উপ-পরিদর্শক হানিফ ও ইফতেখার তাদের পথরোধ করেন। সেখানে এ দুই পুলিশ সদস্যকেও মারধর করা হয়। একই সময় ছাত্রলীগের তিনজনের সাথে আরো কয়েকজন যোগ দেন। এ ঘটনার জের ধরে সোয়া তিনটার

দিকে তারা নিউমার্কেট থানার ভেতরে ঢুকে দায়িত্বরত আনসার সদস্য সবুজ ও কনস্টেবল (ফোন অপারেটর) শামীমকেও মারধর করেন। এ সময় তারা থানার সামনের সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলে ও থানা কম্পাউন্ডে রাখা ওসির গাড়িতেও ভাঙুর চালায়।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরপ্রাপ্ত প্রক্টর, নিউমার্কেট ও শাহবাগ থানার জরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। বিকাল সোয়া চারটার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের কয়েকজন ছাত্র জানান, ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্ররা ছাত্রলীগের হল শাখার সক্রিয় কর্মী।

ডবে ছাত্রলীগের এক নেতা অভিযোগ করেছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই এফ রহমান হলের কয়েকজন ছাত্রের সাথে নিউমার্কেট থানার কয়েকজন পুলিশ

পাঁচ পুলিশ আহত

নিউমার্কেট থানায়

২০ পৃষ্ঠার পর
সদস্যের ব্যক্তিগত ঘন্ব চপছিল। সেই ঘন্ব থেকেই এ ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। এর জন্য নির্দিষ্ট কে কে জড়িত তা বুঝে দেখা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জরপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমরাদ আপী বলেন, ভুল বোঝাবুঝির জের ধরে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সদস্যদের সাথে এমন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডবে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো হামলা হয়নি বলে জানা গেছে।